BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ১৯

Lecture Contents

- ☑ উপসর্গ
- ☑ বাক্য প্রকরণ
- ☑ বাক্য রূপান্তর
- ☑ যতি বা ছেদ চিহ্ন
- ☑ অনুবাদ

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

উপসর্গ

প্রাথমিক আলোচনা

বাংলায় এমন কিছু অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, অন্য শব্দের আগে বসে তার কয়েক ধরনের পরিবর্তন সাধন করে।

'নত' বললে নতির ভাবটা যতটুকু প্রকাশ পায়, 'প্রণত' বললে নতির ভাবটা যে আরও বেশি তা বোঝা যায়। এই 'প্র' হল উপসর্গ, ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা এর অর্থকে বিশেষায়িত করল। রবীন্দ্রনাথ উপসর্গকে মাছের ছোট্ট পাখনার সঙ্গে তুলনা করেছেন যা মাছকে গতিতে ডানে, বায়ে, সামনে, পিছনে চালিত হতে সাহায্য করে। উপসর্গ শব্দে বা ধাতুতে যে ধরনের গতি আনে তার স্বরূপ নিম্নরূপ–

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে।
২. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটায়।
৩. শব্দের পূর্ণতা আনে।
৪. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটায় এবং
৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন সাধন করে।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ আছে। যথা:

১) বাংলা উপসর্গ
২) সংস্কৃত উপসর্গ ও
৩) বিদেশি উপসর্গ

বাংলা উপসর্গ

বাংলা উপসর্গ একুশটি। যথা:
অ, অঘা, অজ, অনা (অন), আ, আড়, আন, উন (উনা), আব, ইতি, কদ, কু, নি, পাতি, রাম, সু, হা, বি, ভর, সা, স।

তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ

সংস্কৃত উপসর্গ কুড়িটি। যথা:
প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দু (র), বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অপি, অভি, অতি, উপ, আ।

বিদেশি উপসর্গ

যুগে যুগে বাংলায় বিভিন্ন বিদেশি ভাষার শব্দ যেমন প্রবেশ করেছে তেমনি যুক্ত হয়েছে অনেক বিদেশি উপসর্গ। এর মধ্যে কিছু তাদের মূল উচ্চারণে অবিকৃত আছে। আবার কিছু বিকৃত হয়ে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। নিচে এরকম কিছু উপসর্গের উৎসসহ উল্লেখ করা হল।

ফারসি উপসর্গ : বদ, না, কম্, ফি, কার্, ব, বে, নিম, বর, দর।
আরবি উপসর্গ : গর্, লা, খয়ের, বাজে, আম, খাস।
ইংরেজি উপসর্গ : হেড, সাব, হাফ, ফুল।

বাংলা উপসর্গের প্রয়োগ

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
অ	নিন্দিত	অকেজো/অকাজ, অপয়া
	অভাব	অচিন, অজানা, অথৈ
	ক্রমাগত	অঝোরে
অঘা	বোকা	অঘারাম, অঘাচন্ডী
অজ	(নিতান্ত মন্দ)	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুরে
অনা	অভাব	অনাবৃষ্টি, অনাদর
	ছাড়া	অনাসৃষ্টি, অনাচার
	অশুভ	অনামুখো
আ	অভাব	আকাঁড়া, আধোয়া
	বাজে/ নিকৃষ্ট	আকাঠা, আগাছা, আকাল
আড়	বক্র	আড়চোখে, আড়নয়নে
	আধা, প্রায়	আড়ক্ষ্যাপা, আড়পাগলা
	বিশিষ্ট	আড়কোলা, আড়গড়া, আড়কাঠি
আন	না	আনকোরা
	বিক্ষিপ্ত	আনচান, আনমনা
আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া, আবডাল
ইতি	এরা, এর	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
	পুরনো	ইতিকথা, ইতিহাস
ঊনা/ঊন	কম	ঊনপাঁজুরে, ঊনিশ
কদ্	নিন্দিত	কদবেল, কদর্য, কদাকার
কু	কুৎসিত/অপকর্ষ	কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর
নি	নাই/নেতি	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিখাদ, নিরেট, নিভাঁজ
পাতি	ক্ষুদ্র	পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু
বি	ভিন্নতা/নাই বা নিন্দনীয়	বিভূঁই, বিফল, বিপথ
ভর	পূর্ণতা	ভরপেট, ভরসাঁঝ, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরসন্ধে, ভরজোয়ার
রাম	বড়/উৎকৃষ্ট	রাম ছাগল, রামবোকা, রামদা, রামশিঙ্গা
স	সঙ্গে	সরাজ, সরব, সঠিক, সজোর, সপাট
সা	উৎকৃষ্ট	সাজিরা, সাজোয়ান
সু	উত্তম	সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম
হা	অভাব	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে হা-হুতাশ

তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গের প্রয়োগ

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
প্র	প্রকৃষ্ট/সম্যক	প্রভাব, প্রস্ফুটিত, প্রচলন, প্রগতি
	খ্যাতি	প্রসিদ্ধ, প্রতাপ
	আধিক্য	প্রগাঢ়, প্রবল
	গতি	প্রবেশ, প্রস্থান
	অনুগামিতা	প্রপৌত্র, প্রশাখা, প্রশিষ্য
পরা	আতিশয্য	পরাকাষ্ঠা, পরাক্রম
	বিপরীত	পরাজয়, পরাভব
অপ	বিপরীত	অপমান, অপকার
	নিকৃষ্ট	অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপকৃষ্টি
	স্থানান্তর	অপসারণ, অপহরণ
	বিকৃত	অপমৃত্যু
সম্	সম্যকরূপে	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর
	সম্মুখে	সমাগত, সম্মুখ
নি	নিষেধ	নিবৃত্তি
	নিশ্চয়	নিবারণ, নির্ণয়
	আতিশয্য	নিখাদ, নিদারুণ
	অভাব	নিষ্কলুষ, নিষ্কাম
অব	হীনতা	অবজ্ঞা, অবমাননা
	সম্যকভাবে	অবরোধ, অবগাহন, অবগত
	নিম্ন, অধোমুখিতা	অবতরণ, অবরোহণ
	অল্পতা	অবশেষ, অবসান
অনু	পশ্চাৎ	অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ
	সাদৃশ্য	অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার
	পৌনঃপুন্য	অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন
নির	সঙ্গে	অনুকূল, অনুকম্পা
	অভাব	নিরক্ষর, নির্জীব, নিরহঙ্কার
	নিশ্চয়	নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর
	বাহির/বর্হির্মুখিতা	নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসন
দুর	মন্দ	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম
	কষ্টসাধ্য	দুর্লভ, দুর্গম, দুরতিক্রম্য
বি	বিশেষরূপে	বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান
	অভাব	বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল
	গতি	বিচরণ, বিক্ষেপ
	অপ্রকৃতস্থতা	বিকার, বিপর্যয়
সু	উত্তম	সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র
	সহজ	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ
	আতিশয্য	সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর
উৎ	ঊর্ধ্বমুখিতা	উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত
	আতিশয্য	উচ্ছেদ, উত্তপ্ত, উৎফুল্ল
	প্রস্তুতি	উৎপাদন, উচ্চারণ
	অপকর্ষ	উৎকোচ, উৎকট
অধি	আধিপত্য	অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী
	উপরি	অধিরোহণ, অধিষ্ঠান
	ব্যাপ্তি	অধিবাস, অধিগত, অধিকার
পরি	বিশেষ	পরিপক্ক, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন
	শেষ	পরিশেষ
	সম্যকরূপে	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ
	চতুর্দিক	পরিক্রমণ, পরিম-ল
প্রতি	সদৃশ	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি
	বিরোধ	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী
	পৌনঃপুন্য	প্রতিদিন, প্রতিমাস
	অনুরূপ কাজ	প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যুপকার

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
উপ	সামীপ্য	উপকূল, উপকণ্ঠ
	সদৃশ	উপদ্বীপ, উপবন
	ক্ষুদ্রার্থে	উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা
	বিশেষ	উপনয়ন (পৈতা), উপভোগ
অভি	সম্যক	অভিব্যক্তি, অভিমত, অভিভূত
	গমন	অভিযান, অভিসার
	সম্মুখ বা দিক	অভিমুখ, অভিবাদন
অতি	আতিশয্য	অতিশয়, অতিকায়, অত্যাচার
	অতিক্রম	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত
আ	পর্যন্ত	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র
	ঈষৎ	আরক্ত, আভাস, আরক্তিম
	বিপরীত	আদান, আগমন

বিদেশি উপসর্গের প্রয়োগ

ফারসি উপসর্গের প্রয়োগ:

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
কার	কাজ	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি
দর	মধ্যস্থ, অধীন	দরপত্তনী, দরপাট্টা, দরদালান, দরখাস্ত
না	না	নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ
নিম	আধা	নিমরাজি, নিমখুন
ফি	প্রতি	ফিরোজ, ফি-হপ্তা, ফি-বছর
বদ	মন্দ/উগ্র	বদমেজাজী, বদরাগী, বদহজম
বে	না	বেআদব, বেআক্কেল, বেকায়দা বহির্ভূত অর্থে: বেআইন হৃত অর্থে: বেদখল
বর	বাইরে, মতে	বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ
ব	সহিত	বমাল, বনাম, বকলম
কম	স্বল্প	কমজোর, কমবখত, কমবক্তা

আরবি উপসর্গের প্রয়োগ:

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
আম	সাধারণ	আমদরবার, আমমোক্তার
খাস	বিশেষ	খাসমহল, খাসকামরা
লা	না	লাজওয়াব, লাখেরাজ
গর	অভাব	গরমিল, গরহাজির, গররাজি

ইংরেজি উপসর্গের প্রয়োগ:

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
ফুল	পূর্ণ	ফুল-হাতা, ফুল-বাবু, ফুল প্যান্ট
হাফ	আধা	হাফ-হাতা, হাফ-টিকেট, হাফ-স্কুল
হেড	প্রধান	হেড-মাস্টার, হেড-পন্ডিত
সাব	অধীন	সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর

উর্দু-হিন্দি উপসর্গের প্রয়োগ:

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
হর	প্রত্যেক	হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম
হরেক	বিবিধ	হরেকরকম, হরেকখাবার

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **'অচিন' শব্দের 'অ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?**
ক. নেতিবাচক খ. বিয়োগান্তক
গ. নঞর্থক ঘ. অজানা **গ**

২. **কোন শব্দ গঠনে বাংলা উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?**
ক. পরাকাষ্ঠা খ. অভিব্যক্তি
গ. পরিশ্রান্ত ঘ. অনাবৃষ্টি **ঘ**

৩. **'অপমান' শব্দের 'অপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?**
ক. বিপরীত খ. নিকৃষ্ট
গ. বিকৃত ঘ. অভাব **ক**

৪. **'অবশেষ' শব্দটির 'অব' উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত?**
ক. নিম্নে খ. অল্পতা
গ. প্রতিকুল ঘ. সম্যকভাবে **খ**

৫. **'উপ' যোগে গঠিত নিচের কোন শব্দে 'উপ' ক্ষুদ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?**
ক. উপসাগর খ. উপবন
গ. উপকথা ঘ. উপকূল **ক**

বাক্য প্রকরণ

প্রাথমিক আলোচনা

যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।

কতকগুলো পদের সমষ্টিতে বাক্য গঠিত হলেও যে কোনো পদসমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্বয় থাকা আবশ্যক। এছাড়াও বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ দ্বারা মিলিতভাবে একটি অখ- ভাব পূর্ণ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, তবেই তা বাক্য হবে।

বাক্যের গুণ: ভাষার বিচারে বাক্যের নিম্নলিখিত তিনটি গুণ থাকা চাই। যেমন-

১) আকাঙ্ক্ষা (২) আসত্তি এবং (৩) যোগ্যতা।

১. **আকাঙ্ক্ষা :** বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তাই–ই আকাঙ্ক্ষা। যেমন– **'চন্দ্র পৃথিবীর চার দিকে'**– এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা হয়।
বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায়ঃ **চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।** এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২. **আসত্তি :** বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি। যেমন- **কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত।** লেখাতে পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি একটি বাক্য হয়নি। মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য পদগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে।
যেমন- **কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।** বাক্যটি আসত্তিসম্পন্ন।

৩. **যোগ্যতা :** বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা।
যেমন– **বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়।**
এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু **'বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে'** বললে বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ, রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না।

শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জড়িত থাকে

ক) **রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতাঃ** প্রকৃতি–প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক থেকে রীতিসিদ্ধ অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন-

শব্দ	রীতিসিদ্ধ অর্থ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ
১. বাধিত	অনুগৃহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ + ইত	বাধাপ্রাপ্ত
২. তৈল	তিল জাতীয়	তিল + ষ্ণ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ, যে কোনো শস্যের রস।

খ) দুর্বোধ্যতাঃ অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন– তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছো।
(চাতুরী বা মায়া অর্থে, কিন্তু বাংলায় 'প্রপঞ্চ' শব্দটি অপ্রচলিত)।

গ) **উপমার ভুল প্রয়োগঃ** ঠিকভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে যোগ্যতার হানি ঘটে।
যেমন– **আমার হৃদয়–মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হল।**
বীজ ক্ষেতে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়।
কাজেই বাক্যটি হওয়া উচিতঃ **আমার হৃদয়–ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হল।**

ঘ) **বাহুল্য দোষঃ** প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে থাকে। যেমন–
'দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন।'
'আলেমগণ' বহুবচনবাচক শব্দ। এর সঙ্গে **'সব'** শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য দোষ সৃষ্টি করেছে।

ঙ) **বাগধারার শব্দ পরিবর্তনঃ** বাগধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য।
এর যথেচ্ছ পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়।
যেমন- 'অরণ্যে রোদন' (অর্থঃ নিষ্ফল আবেদন)-এর পরিবর্তে যদি বলা হয়, 'বনে ক্রন্দন' তবে বাগধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

চ) **গুরুচণ্ডালী দোষঃ** তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচ-ালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। 'গরুর গাড়ি (দেশি + দেশি)' 'শবদাহ (তৎসম + তৎসম)', 'মড়াপোড়া (দেশি + দেশি)' প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে 'গরুর শকট', 'শবপোড়া', 'মড়াদাহ' প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচ-ালী দোষ সৃষ্টি করে।

বি. দ্র. : সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ এবং তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের মিশ্রণ ঘটলে 'গুরুচণ্ডালী দোষ' হয়।

বাক্যের গঠন-উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রতিটি বাক্যে দুটি অংশ থাকে : উদ্দেশ্য ও বিধেয়।
বাক্যের যে অংশে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে।
যেমন– খোকা এখন বই পড়ছে।
বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় অন্যান্য পদ বা পদসমষ্টিযোগে গঠিত বাক্যাংশও বাক্যে উদ্দেশ্য হতে পারে।
যেমন: সৎ লোকেরাই প্রকৃত সুখী। বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত বিশেষণ।
মিথ্যা কথা বলা খুবই অন্যায় – ক্রিয়াজাত বাক্যাংশ।

উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ

- একটিমাত্র পদবিশিষ্ট কর্তৃপদকে সরল উদ্দেশ্য বলে।
- উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশেষণাদি যুক্ত থাকলে তাকে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য বলে।

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ

১. বিশেষণ যোগে – কুখ্যাত দস্যুদল ধরা পড়েছে।
২. সম্বন্ধ পদযোগে – হাসিমের ভাই এসেছে।
৩. সমার্থক বাক্যাংশ যোগে – যারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, তারাই উন্নতি করে।
৪. অসমাপিকা ক্রিয়াবিশেষণ যোগে– চাটুকার পরিবৃত হয়েই বড় সাহেব থাকেন।
৫. বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে– যার কথা তোমরা বলে থাক, তিনি এসেছেন।

বিধেয়ের সম্প্রসারণ

১. ক্রিয়া বিশেষণ যোগে– ঘোড়া দ্রুত চলে।
২. ক্রিয়া বিশেষণীয় যোগে – জেট বিমান অতিশয় দ্রুত চলে।
৩. কারকাদি যোগে – ভুবনের ঘাটে ঘাটে ভাসিছে।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে – তিনি যে ভাবেই হোক আসবেন।
৫. বিধেয় বিশেষণ যোগে – ইনি আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু (হন)।

গঠন অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ

গঠন অনুযায়ী বাক্য তিন প্রকার :
(১) সরল বাক্য, (২) মিশ্র বা জটিল বাক্য, এবং (৩) যৌগিক বাক্য।

১. **সরল বাক্যঃ** যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে।
যথা–
(ক) পুকুরে পদ্মফুল জন্মে।
এখানে **'পদ্মফুল'** উদ্দেশ্য এবং **'জন্মে'** বিধেয়।
এ রকম: স্নেহময়ী জননী (উদ্দেশ্য) স্বীয় সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন (বিধেয়)।
(খ) বিশ্ববিখ্যাত মহাকবিরা (উদ্দেশ্য) ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন লেখনী দ্বারা অমরতার সঙ্গীত রচনা করেন (বিধেয়)।

২. **মিশ্র বা জটিল বাক্যঃ** যে বাক্যে একটি প্রধান খ-বাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যথা

	আশ্রিত বাক্য	প্রধান খণ্ডবাক্য
১.	যে পরিশ্রম করে,	সে–ই সুখ লাভ করে।
২.	সে যে অপরাধ করেছে,	তা মুখ দেখেই বুঝেছি।

আশ্রিত খণ্ডবাক্য তিন প্রকার :
(ক) বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খন্ডবাক্য,
(খ) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খ-বাক্য,
(গ) ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খ-বাক্য।

ক. **বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্যঃ** (Noun Clause) যে আশ্রিত খ-বাক্য প্রধান খ-বাক্যের যে কোনো পদের আশ্রিত থেকে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বিশেষ্যস্থানীয় আশ্রিত খ-বাক্য বলে। যথা– **আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম,** খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। (বিশেষ্য স্থানীয় খ-বাক্য ক্রিয়ার কর্ম রূপে ব্যবহৃত)।

খ. **বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্যঃ** (Adjective Clause) যে আশ্রিত খ-বাক্য প্রধান খ-বাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ এবং অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খ-বাক্য বলে। যথা –লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। (আশ্রিত বাক্যটি 'সেই' সর্বনামের অবস্থা প্রকাশ করছে)।

তদ্রুপঃ **'খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি**, আমার দেশের মাটি' ।
'ধনধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা ।' **যে এ সভায় অনুপস্থিত**, সে বড় দুর্ভাগা ।

গ. **ক্রিয়া–বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্যঃ** (Adverbial Clause) যে আশ্রিত খ-বাক্য ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে ক্রিয়া–বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খ-বাক্য বলে । যেমন-
১) **যতই করিবে দান**, ততই যাবে বেড়ে ।
২) **তুমি আসবে বলে** আমি অপেক্ষা করছি ।
৩) **যেখানে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে**, সেখানেই দিকচক্রবাল ।

৩. **যৌগিক বাক্যঃ** পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে । যেমন-জননেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে; কিন্তু কোনো পথ দেখাতে পারলেন না ।
বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে ধোপাকে গালি পাড়ে; অথচ ধৌত বস্ত্রে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ ।
উদয়াস্ত পরিশ্রম করব; তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না ।

অর্থগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণিবিন্যাস

অর্থগত দিক থেকে বাক্য প্রধানত পাঁচ প্রকার।
যথা :
১. নির্দেশক বাক্য,
২. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য,
৩. প্রশ্নসূচক বাক্য,
৪. কামনামূলক বা ইচ্ছাসূচক বাক্য,
৫. বিস্ময়সূচক বাক্য ।

১. **নির্দেশক বাক্য (Assertive Sentence):** যে বাক্যে সংবাদ, তথ্য বিবরণ, ঘটনা বিবৃত থাকে, তাকে নির্দেশক বাক্য বলা হয় । যেমন: পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত এখন শান্ত ।
নির্দেশক বাক্য দুই প্রকার:
ক) অস্তিবাচক বাক্য,
খ) নেতিবাচক বাক্য

ক) **অস্তিবাচক বাক্য:** এতে কোনো নির্দেশ, ঘটনার সংঘটন বা হওয়ার সংবাদ থাকে । যেমন: শকুন্তলা অত্যন্ত রূপসী ছিলেন । বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ ।

খ) **নেতিবাচক বাক্য:** এ ধরনের বাক্যে কোনো কিছু হয় না বা ঘটছে না- নিষেধ, আকাঙ্ক্ষা, অস্বীকৃতি ইত্যাদি সংবাদ কিংবা ভাব প্রকাশ করা যায় । যেমন: শকুন্তলা মোটেই অসুন্দরী ছিলো না । বাংলাদেশ এখন পরাধীন দেশ নয় ।

২. **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য (Imperative Sentence):** যে বাক্যে আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ দেওয়া হয়, তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলা হয় । যেমন: এখনই বাড়ি যাও । নিয়মিত পড়াশোনা করবে ।

৩. **প্রশ্নসূচক বাক্য (Interrogative Sentence):** কৌতূহল নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা বা জানার ইচ্ছা যে বাক্যে বিবৃত হয়, তাকে প্রশ্নসূচক বাক্য বলা হয় । যেমন:
➢ সাদ্দাম কি বেঁচে আছেন?
➢ পর্তুগালের রাজধানীর নাম কী?

৪. **কামনামূলক বা ইচ্ছাসূচক বাক্য (Operative Sentence):** মঙ্গল-অমঙ্গল কামনা বা মনের ইচ্ছা প্রকাশমূলক বাক্যকে প্রার্থনামূলক বা ইচ্ছাসূচক বাক্য বলা হয় ।
যেমন: খোদা তোমার মঙ্গল করুক । স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক ।

৫. **বিস্ময়সূচক বাক্য (Exclamatory Sentence) :** আনন্দ-বেদনা, ঘৃণা-ক্রোধ-ভয়, উচ্ছ্বাস-আবেগ, বিস্ময়-কৌতূহল যে বাক্যে প্রকাশিত হয়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলা হয় ।
যেমন : কতই না সুন্দর তাজমহলের দৃশ্য!
হায়, সুস্থ ছেলেটি মারা গেলো!

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **'কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত'- বাক্যটিতে অভাব রয়েছে-**
ক. আকাঙ্ক্ষার খ. আসত্তির
গ. যোগ্যতার ঘ. আসক্তির **খ**

২. **নিচের কোনটি গুরুচণ্ডালী দোষমুক্ত?**
ক. গরুর শকট খ. শবদাহ
গ. মড়াদাহ ঘ. শবপোড়া **খ**

৩. **গঠন অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার?**
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫ **খ**

৪. **অর্থ অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার?**
ক. ৩ খ. ৪
গ. ৫ ঘ. ৬ **গ**

বাক্য রূপান্তর

অর্থের কোনো পরিবর্তন না করে এক প্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকারের বাক্যে রূপান্তর করার নামই বাক্য রূপান্তর ।

সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে সরল বাক্যের কোন অংশকে খ-বাক্যে পরিণত করতে হয় এবং সম্বন্ধসূচক (যদি, তবে, যে, সে প্রভৃতি) পদের সাহায্যে উক্ত খ-বাক্য ও প্রধান বাক্যটিকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয় । যথা:

১. **সরল বাক্য :** ভাল ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে ।
মিশ্র বাক্য : যারা ভাল ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে ।

২. **সরল বাক্য :** তার দর্শনমাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম ।
মিশ্র বাক্য : যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম ।

৩. **সরল বাক্য :** ভিক্ষুককে দান কর ।
মিশ্র বাক্য : যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর ।

মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর

মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মিশ্র বাক্যের অপ্রধান খ-বাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয় । যথা:

১. **মিশ্র বাক্য :** যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে ।
সরল বাক্য : বুদ্ধিহীনরাই এ কথা বিশ্বাস করবে ।

২. **মিশ্র বাক্য :** যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব ।
সরল বাক্য : আজীবন এ ঋণ স্বীকার করব ।

৩. **মিশ্র বাক্য :** যে সকল পশু মাংস ভক্ষণ করে, তারা অত্যন্ত বলবান ।
সরল বাক্য : মাংসভোজী পশু অত্যন্ত বলবান ।

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে সরল বাক্যের কোন অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে পরিণত করতে হয় এবং যথাসম্ভব সংযোজক ও বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হয়।

যথা:

১. **সরল বাক্য:** তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।
যৌগিক বাক্য: তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।

২. **সরল বাক্য:** পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।
যৌগিক বাক্য: এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।

৩. **সরল বাক্য:** আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।
যৌগিক বাক্য: আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে–

ক) বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।
খ) অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।
গ) অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়।
ঘ) কোনো কোনো স্থলে একটি বাক্যকে হেতু-বোধক বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়।

যথা:

১. **যৌগিক বাক্য :** সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
সরল বাক্য : সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

২. **যৌগিক বাক্য :** তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
সরল বাক্য : তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।

৩. **যৌগিক বাক্য :** মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।
সরল বাক্য : মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।

যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য দুটোর প্রথমটির পূর্বে 'যদি' অথবা 'যদিও' এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে 'তা হলে' (তাহা হইলে) কিংবা 'তথাপি' অব্যয় ব্যবহার করতে হয়। যেমন:

১. **যৌগিক বাক্য:** দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।
মিশ্র বাক্য: যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

২. **যৌগিক বাক্য:** তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
মিশ্র বাক্য: যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।

সাপেক্ষ অব্যয়ের সাহায্যেও যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিবর্তিত করা যায়। যথা:

১. **যৌগিক বাক্য:** এ গ্রামে একটি দরগাহ আছে, সেটি পাঠান যুগে নির্মিত হয়েছে।
মিশ্র বাক্য: এ গ্রামে যে দরগাহ আছে, সেটি পাঠান যুগে নির্মিত হয়েছে।

মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে খ-বাক্যগুলোকে এক একটি স্বাধীন বাক্যে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করতে হয়। যেমন:

১. **মিশ্র বাক্য:** যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।
যৌগিক বাক্য: সে কাল আসবে এবং আমি যাব।

২. **মিশ্র বাক্য:** যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
যৌগিক বাক্য: বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।

৩. **মিশ্র বাক্য:** যদিও তার টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না।
যৌগিক বাক্য: তার টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **'মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে'। কোন ধরনের বাক্য?**
ক. সরল খ. যৌগিক
গ. মিশ্র ঘ. বিবৃতিমূলক **ক**

২. **'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সখিনা বিবির কপাল ভাঙল'। এটি কোন ধরনের বাক্যের উদাহরণ?**
ক. সরল খ. মিশ্র বা জটিল
গ. যৌগিক ঘ. বিভ্রমপূর্ণ বাক্য **খ**

৩. **'যদি সত্য বল, তাহলে মুক্তি পাবে' এটি কোন ধরনের বাক্য?**
ক. সংযুক্ত বাক্য খ. যৌগিক বাক্য
গ. সরল বাক্য ঘ. মিশ্র বাক্য **ঘ**

৪. **'খোদা তোমার মঙ্গল করুন' কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?**
ক. উপকার খ. প্রার্থনা
গ. বিধান ঘ. কোনোটিই নয় **খ**

৫. **'কর্ম কর, অনুরূপ ফল পাবে'। গঠন অনুসারে এটি কোন ধরনের বাক্য?**
ক. সরল খ. জটিল
গ. যৌগিক ঘ. কার্যকারণাত্মক **ঘ**

যতি বা ছেদ চিহ্ন

যতি বা ছেদ চিহ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা

বাংলা যতি বা ছেদ চিহ্নকে বিরাম চিহ্নও বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে যতি চিহ্নের প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বর্তমানে যতি চিহ্ন মোট ১৪টি; তবে পূর্বে ছিলো ১২টি।

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ, হর্ষ, বিষাদ, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্য- গঠনে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখাবার জন্য যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়,তা-ই যতি বা ছেদ চিহ্ন।

নিচে বিভিন্ন প্রকার যতি-চিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতি কালের পরিমাণ নির্দেশিত হলো :

যতি চিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতি-কাল-পরিমাণ
কমা	,	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়।
দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)	।	এক সেকেন্ড।
জিজ্ঞাসা চিহ্ন	?	ঐ
বিস্ময় চিহ্ন	!	ঐ
কোলন	:	ঐ
কোলন ড্যাস	:-	ঐ
ড্যাস	-	ঐ

হাইফেন	–	থামার প্রয়োজন নেই।
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	’	থামার প্রয়োজন নেই।
উদ্ধৃতি চিহ্ন	“ ”	‘এক’ উচ্চারণ যে সময়।
ব্র্যাকেট (বন্ধনী চিহ্ন)	()	থামার প্রয়োজন নেই।
	{ }	থামার প্রয়োজন নেই।
	[ ]	থামার প্রয়োজন নেই।
বিকল্প চিহ্ন	/	
বিন্দু চিহ্ন	.	

বিরাম বা যতি বা ছেদ চিহ্নের ব্যবহার

দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।)

বাক্যের শেষ বুঝাতে দাঁড়ি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

কমা বা পাদচ্ছেদ (,)

বাক্যের মধ্যে যেখানে অল্প বিরতির প্রয়োজন হয়, সেখানে কমা ব্যবহৃত হয়।

ক. এক জাতীয় একাধিক পদ পরপর থাকলে শেষ পদটি ছাড়া অন্যান্য পদগুলোর পর কমা বসে।
খ. সম্বোধন পদের পরে কমা বসে।
গ. জটিল বাক্যে অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যংশের পরে কমা বসাতে হয়।
ঘ. উদ্ধরণ বা উদ্ধৃতিচিহ্নের পূর্ববর্তী পদের শেষে কমা বসে।
ঙ. তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর কমা বসে।
চ. ঠিকানা লিখতে বাড়ি ও রাস্তার নম্বরের পর কমা বসে।
ছ. নামের পর ডিগ্রিসূচক পরিচয় লিখতে কমা বসে।

সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ (;)

বাক্যে কমার চেয়ে একটু বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে দুটি বাক্যের মাঝে সেমিকোলন বসে।

ক. একাধিক বাক্য সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত না হলে সেমিকোলন বসে।
খ. যে জন্য, তবু, তথাপি, তারপর, সুতরাং ইত্যাদি যেসব অব্যয় অনুমান প্রকাশ করে তাদের আগে বা দুটি সন্নিহিত হলে সেমিকোলন বসে।
গ. যেসব বাক্যে ভাব সাদৃশ্য আছে তাদের মধ্যে সেমিকোলন বসে।
ঘ. ছোট ছোট বিতর্কিত অংশ নির্দেশ করার জন্য সেমিকোলন বসে।
ঙ. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে সেমিকোলন বসে।

প্রশ্নবোধক বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?)

বাক্যে কোনো কিছু জানতে চাইলে বা জিজ্ঞাসা বুঝালে সে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসে।

বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!)

যে বাক্যে মনের আবেগ অর্থাৎ আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ পায়, তার পরে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে।

ক. যেসব পদে বা বাক্যে বিস্ময়, ভয়, হর্ষ, ঘৃণা, আবেগ ইত্যাদির ভাব প্রকাশ পায়, সেসব পদ বা বাক্যের শেষে বিস্ময় চিহ্ন বসে।
খ. ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তি বুঝাতে হলে সম্বোধন পদের পরে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে।
গ. সবিস্ময় প্রশ্নের জায়গার প্রশ্নচিহ্নের পরিবর্তে শুধু বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে।
ঘ. হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে বিস্ময় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন (-)

যৌগিক বা সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো পৃথকভাবে দেখাতে হাইফেন বা সংযোগ চিহ্নের ব্যবহার হয়।

ক. দিক বা স্থান বুঝাতে হাইফেন বসে।
খ. বিভক্তি চিহ্নের পরিবর্তে হাইফেন বসে।
গ. অনুষ্ঠান বুঝালে হাইফেন বসে।
ঘ. সংখ্যা বা প্রতি সংখ্যা বুঝাতে হাইফেন বসে।

ড্যাশ (–)

জটিল ও যৌগিক বাক্যে দুই বা ততোধিক বাক্যের সংযোগ বুঝাতে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

ক. বাক্যের গঠনে আকস্মিক পরিবর্তন চিহ্নিত করার জন্য ড্যাশ ব্যবহৃত হয়।
খ. বাক্যের মধ্যে উদ্ধৃতি, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি যুক্ত করার প্রয়োজনে ড্যাশ ব্যবহৃত হয়।
গ. ইতস্তত বা দ্বিধা প্রকাশের জন্য ড্যাশ বসে।
ঘ. উদ্ধৃতি চিহ্নের পরিবর্তে ড্যাশ বসতে পারে।
ঙ. ছড়ানো ব্যক্তি বা বিষয়গুলোকে বাক্যের আরম্ভে গচ্ছিত করতে ড্যাশ বসে।
চ. কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে ড্যাশ বসে।
ছ. বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে ড্যাশ বসে।
জ. গল্প-উপন্যাসে প্রসঙ্গ পরিবর্তনে বা ব্যাখ্যায় ড্যাশ বসে।
ঝ. নাটক বা গল্প-উপন্যাসে সংলাপের আগে ড্যাশ বসে।

কোলন (:)

ক. কোনো উদাহরণ দিতে, কারো বক্তব্য বা রচনাংশ তুলে ধরতে কোলন ব্যবহৃত হয়।
খ. বাক্যে কোনো প্রসঙ্গ অবতারণার আগে কোলন বসে।
গ. দৃষ্টান্ত দিতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়।
ঘ. ও, রা, এবং এসব অব্যয় ব্যবহার না করে কোলন ব্যবহার করা যায়।
ঙ. কোনো উদ্ধৃতির আগে কোলন বসে।

কোলন ড্যাস (:-)

উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত দিতে কোলন ড্যাস ব্যবহৃত হয়।

উদ্ধরণ/ উদ্ধৃতি চিহ্ন (“ ”)

ক. অন্যের লেখার অবিকল উদ্ধৃতি দিতে অথবা উক্তির শুরুতে ও শেষে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
খ. উদ্ধৃতি বা উক্তির মধ্যে অন্য উদ্ধৃতি বা উক্তি থাকলে ভিতরের অংশের শুরুতে ও শেষে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
গ. কোনো বিশেষ্য শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বা গ্রন্থের নাম লিখতে উদ্ধৃতি চিহ্ন বসে।

ইলেক বা লোপ চিহ্ন (’)

কোনো পদ বা শব্দের মধ্যে একটি বর্ণ লেখা না হলে বা লোপ পেলে এ চিহ্ন বসে।

বন্ধনী চিহ্ন () {} [ ]

বাক্যের মধ্যে কোনো শব্দের ব্যাখ্যা করতে কিংবা অর্থ স্পষ্ট করে দেখাতে হলে অথবা বিকল্প হিসেবে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হলে বন্ধনী ব্যবহার হয়।

জোড় দাঁড়ি ॥

মাঝে মাঝে পদ্যের দ্বিতীয় চরণের শেষে জোড় দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলা ভাষায় যতি বা ছেদচিহ্ন মোট কয়টি?
ক. ৯টি খ. ১০টি
গ. ১১টি ঘ. ১২টি **ঘ**

২. নিচের কোনটিতে বিরাম চিহ্ন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়নি?
ক. ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১ খ. ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
গ. ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ঘ. পয়লা বৈশাখ, চৌদ্দশত সাত **খ**

৩. কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে বসে?
ক. হাইফেন খ. ড্যাশ
গ. সেমিকোলন ঘ. কমা **খ**

৪. দুটি পদের সংযোগস্থলে কি বসে?
ক. ড্যাশ খ. হাইফেন
গ. কোলন ঘ. কোলন ড্যাস **খ**

৫. উদাহরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
ক. কোলন ড্যাশ খ. ড্যাস
গ. কোলন ঘ. সেমিকোলন **ক**

অনুবাদ

অনুবাদ বলতে বোঝায় ভাষান্তর বা ভাষান্তরকরণ। এক ভাষা থেকে অন্যভাষায় রূপান্তর বা পুনর্বিবৃতি। বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য বিনিময়ের প্রধান উপাদান হচ্ছে অনুবাদ। বিশ্বের প্রায় সব তথ্য ও জ্ঞান ইংরেজি ভাষায় পাওয়া যায়। তাই ইংরেজি ভাষা থেকে অনুবাদের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনুবাদের পারদর্শিতা মূলত অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। অনুবাদ কোন প্রকারের হবে তা নির্ভর করে ভাবের উপর।

➢ অনুবাদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা–

১) আক্ষরিক অনুবাদ,
২) ভাবানুবাদ।

➢ অনুবাদ করার সময় কতকগুলো বিষয় লক্ষ রাখতে হয়।

নিচে তা প্রদত্ত হলো:

ক) ক্রিয়ার কাল অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা যাবে না।
খ) পরিভাষা না থাকলে অনুবাদে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা যায়।
গ) অনুবাদে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।
ঘ) অনুবাদের সময় বাগধারা ও প্রবাদের প্রয়োগ যাতে সার্থক হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা।
ঙ) প্রশ্নবোধক ও আশ্চর্যবোধক বাক্যের অনুবাদ নিয়ম অনুসারে হবে।
চ) যদি একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তবে বুঝতে হবে এটি একটি সরল বাক্য।
ছ) বাক্যের মধ্যে যতগুলো সমাপিকা ক্রিয়া আছে, ততগুলো বাক্যাংশ আছে বলে ধরতে হবে।

☯ বিগত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, অনুবাদ অংশে মূলত ইংরেজি Proverb (প্রবাদ-প্রবচন) এসেছে। সে দিকে লক্ষ্য রেখে নিচে গুরুত্বপূর্ণ Proverb (প্রবাদ-প্রবচন) তুলে ধরা হলো–

ইংরেজি বাক্য / (Proverb)	বাংলা অর্থ
All covet, all lost.	অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
Empty vessels sound much.	অসারের তর্জন গর্জনই সার।
Grasp all lose all.	অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
Habit is second nature.	অভ্যাসই স্বভাবে দাঁড়ায়।
Tit for tat.	ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়।
Cast pearls before swine.	উলুবনে মুক্তা ছড়ানো।
A host in himself.	একাই একশো।
Unity is strength.	একতাই বল।
A cat has nine lives.	কই মাছের প্রাণ।
Out of debt, out of danger.	কর্জ নাই, কষ্টও নাই।
Forgive and forget.	ক্ষমাই পরম ধর্ম।
Hunger is the best sauce.	ক্ষুধা পেলে বাঘও ধান খায়।
After death comes the doctor.	চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
Birds of a feather flock together.	চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।
Every man is for himself.	চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।
Rob peter to pay Paul.	জুতো মেরে গরু দান।
Knowledge is power.	জ্ঞানই বল।
Make hay while the sun shines.	ঝোপ বুঝে কোপ মারা।
Nothing venture, nothing have.	ঝুঁকি না নিলে লাভ হয় না।
Money begets money.	টাকায় টাকা হয়।

ইংরেজি বাক্য / (Proverb)	বাংলা অর্থ
Many a little makes a mickle.	দশের লাঠি একের বোঝা।
No pains, no gains?	দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কী?
Virtue proclaims itself.	ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।
All feet thread not in one shoe.	নানা মুনির নানা মত।
Love is blind.	প্রেম অন্ধ।
Many drops make a shower.	বিন্দু জলে সিন্ধু হয়।
Misfortune never comes alone.	বিপদ কখনও একা আসে না।
Ill got ill spent.	লাভের গুড় পিঁপড়ে খায়।
Call a spade a spade.	স্পষ্ট কথা বলা।
Honesty is the best policy.	সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।
Jack of all trades, master of none.	সবজান্তা অষ্টরম্ভা।
Self-help is the best help.	স্বাবলম্বন সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন।
Beat about the bush.	অন্ধকারে ঢিল মারা।
The grapes are sour.	আঙুর ফল টক।
Charity beings at home.	আগে ঘর, তবে তো পর।
Oil your own machine.	আপন চরকায় তেল দাও।
To the pure all things are pure.	আপনি ভালো তো জগৎ ভালো।
Indolence is the mother of poverty.	আলস্যই দারিদ্র্যের মূল।

ইংরেজি বাক্য / (Proverb)	বাংলা অর্থ
It takes two to make a quarrel.	এক হাতে তালি বাজেনা।
Kill two birds with one stone.	এক ঢিলে দুই পাখি মারা।
No pains, no gains.	কষ্ট করলেই কেষ্ট মেলে।
No smoke without fire.	কারণ বিনা কার্য হয় না।
Rumour is a great traveler.	গুজব খুব দ্রুত ছড়ায়।
To put the cart before the horse.	ঘোড়ার আগে গাড়ি।
Physician heal thyself.	চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।
There are less to every wine.	চাঁদেও কলঙ্ক আছে।
Might is right.	জোর যার মুল্লুক তার।
Nothing like force.	ঠেলার নাম বাবাজি।
Haste makes waste.	তাড়াতাড়িতে জিনিস খারাপ হয়।
Carry coal to Newcastle.	তেল মাথায় তেল দেওয়া।
To make a mountain of a molehill.	তিলকে তাল করা।
He is out of luck.	তার পোড়া কপাল।
Adversity often leads to prosperity.	দুঃখের পরিণতি সুখে।
After clouds comes fair weather.	দুঃখের পরে আসে সুখ।

ইংরেজি বাক্য / (Proverb)	বাংলা অর্থ
Many man many minds.	নানা মুনির নানা মত।
After meat comes mustard.	নুন আনতে পান্তা ফুরায়।
Failures are but pillars of success.	ব্যর্থতা সাফল্যেরই ভিত্তিভূমি।
Art is long, life is short.	বিদ্যা অনন্ত, জীবন সংক্ষিপ্ত।
Easier said than done.	বলা সহজ, করা কঠিন।
Penny wise, pound-foolish.	বজ্র আঁটুনি ফোস্কা গেরো।
The car turned turtle.	গাড়িটি উল্টে গেল।
This collar is too limp.	এই কলারটি বড্ড নরম।
Nothing succeeds like success.	জলেই জল বাঁধে।
Have patience in danger.	বিপদে ধৈর্য ধারণ কর।
Waste not, want not.	অপচয় করো না, অভাবে পড়বে না।
She burst into tears.	সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।
The rose is a fragrant flower.	গোলাপ সুগন্ধি ফুল।
Patience has its reward.	সবুরে মেওয়া ফলে।
As you saw, so will you reap.	যেমন কর্ম, তেমন ফল।
To err is human.	মানুষ মাত্রই ভুল।
He was taken to task.	তাকে তিরস্কার করা হয়েছিল।
To make a mess of things.	ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।

ইংরেজি বাক্য / Proverb	বাংলা অর্থ
A friend in need is a friend indeed.	অসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু।
A little learning is a dangerous thing.	অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।
A golden key can open any door.	টাকায় বাঘের দুধ মেলে।
The pen is mighter than the sword.	অসির চেয়ে মসী শক্তিশালী।
Every fox must pay his skin to the furrier.	অতি চালাকের গলায় দড়ি।
Ill got ill spent.	অসৎ পথে আয় অসৎ পথেই যায়।
It is no use crying over spilt milk.	অতীতের কথা তুলে দুঃখ করে লাভ নেই।
Necessity hath no law or knows no law.	অভাবে স্বভাব নষ্ট।
Pride growth before destruction.	অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে বা অতি দর্পে হতো লঙ্কা।
Quit not certainty for hope.	অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিত পরিত্যাগ করিও না।
Too many cooks spoil the broth.	অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
Slow and steady wins the race.	অধ্যবসায়ের ফলেই সাফল্য লাভ ঘটে।
Arthur could not tame a woman's tongue.	অবলার মুখই বল।
Build castles in the air.	আকাশ-কুসুম রচনা করা বা অলীক কল্পনা করা।
Cut your coat according to your cloth.	আয় বুঝে ব্যয় কর।
He who spits against the wind spits against his own face.	আকাশের দিকে থুতু ফেললে আপনার গায়েই লাগে।
Know thyself.	আত্ম নং সিদ্ধি বা নিজেকে জানো।
We live in deeds, not in years.	আমরা কাজেই বাঁচি, বয়সে নয়।
Where there is a will, there is a way.	ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়।
Example is better than precept.	উপদেশ দেওয়ার চেয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ভালো।
Morning shows the day.	উঠন্তি মূল পত্তনেই চেনা যায় বা সকালেই দিন বোঝা যায়।
Better late than never.	একেবারে না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভালো
One swallow does not make a summer.	এক মাঘে শীত পালায় না।
United we stand, divided we fall.	একতায় উত্থান, বিভেদে পতন।

ইংরেজি বাক্য / Proverb	বাংলা অর্থ
A pet lamb makes a cross ram.	কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস।
Action speaks louder than words.	কথার চেয়ে কাজের দাম বেশি।
Ethiopian will not change his skin.	কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না।
Give a dog a bad name and hang him.	কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি।
Nero fiddles while Rome burns.	কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ।
Better alone than in bad company.	কুসঙ্গে থাকার চেয়ে একা থাকাও ভাল।
Out of sight, out of mind.	কাছে তুমি পোড়ে মন, দূরে গেলে ঠনঠন।
Rome was not built in a day.	কোনো বৃহৎ কার্য রাতারাতি সম্পন্ন হয়না।
Practice makes perfect.	গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।
When the danger is gone, God is forgotten.	গাং ডিঙোলে কুমিরকে কলা।
A burnt child fears the fire.	ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়।
All that glitters is not gold.	চকচক করলেই সোনা হয়না।
Good wine needs no bush.	চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না।
Run with the hare and hunt with the bound.	চোরকে বল চুরি করতে, গৃহস্থকে বল সজাগ থাকতে।
The devil would not listen to the seripture.	চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী।
The pot calls the kettle black.	চালুনি বলে ছুঁচ, তোর তলা কেন ছেঁদা।
While there is life, there is hope.	জীবন থাকলেই আশ থাকবে।
A guilty conscience needs no accuser.	ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাই নি।
First deserve, then desire.	তোমার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য নিজেকে উপযুক্ত কর।
Oh the times ! Oh the manners.	সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই।
Better an empty house than an ill tenant.	দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।
Blue are the hills that are far from us.	দূরের জিনিস ভালো মনে হয়।
Two heads are better than one.	দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।
Two company, three is none.	দুজনে বন্ধুত্ব হয়, তিন জনে কলহ হয়।
We never know the worth of water till the well is dry.	দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না।
A bad workman quarrels with his tools.	নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।
A beggar may sing before a pick-pocket.	ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।
Cut off one's nose to spite one's face.	নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।
Something is better than nothing.	নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।
A bad workman quarrels with his tools.	নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।
Necessity is the mother of invention.	প্রয়োজনই আবিষ্কারের মাতা।
Diligence is the mother of good luck.	পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি।
Cast pearls before swine.	বানরের গলায় মুক্তোর মালা দেওয়া।
Fortune favours the brave.	বীরভোগ্যা বসুন্ধরা বা ভাগ্য সাহসীকে অনুসরণ করে।
As you make your bed, so you must lie on it.	যেমন কর্ম তেমন ফল।
Barking dogs seldom bite.	যত গর্জে, তত বর্ষে না; পচা আদার ঝাল বেশি।
As is the evil, so is the remedy.	যেমনি বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।
After sweet meat comes sour sauce.	যত হাসি তত কান্না; বলে গেছে রাম শর্মা।
So many ways and so many disciplines.	যত মত ততো পথ।
Faults are thick where love is thin.	যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।
Hope springs eternal in the human breast.	যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।
Give him an inch and he'll take an ell.	লাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে; বা বসতে দিলে শুতে চায়।
Give the devil his due.	শয়তানকেও তার ন্যায্য পাওনা দিও।
All's well that ends well.	সব ভালো যার শেষ ভালো বা শেষ রফাই রফা।
All things come to him who waits.	সবুরে মেওয়া ফলে।
A man is known by the company he keeps.	সঙ্গ দেখে লোক চেনা যায়।
A stitch in time saves nine.	সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়।
Cheap goods are dear in the long run.	সস্তার তিন অবস্থা।

ইংরেজি বাক্য / Proverb	বাংলা অর্থ
Every dog has his day.	সুখ-সৌভাগ্যের দিন কারও চিরস্থায়ী হয় না।
God helps those who help themselves.	স্বাবলম্বী লোকদের ঈশ্বর সাহায্য করেন।
Patience is bitter, but its fruit is sweet.	সবুরে মেওয়া ফলে।
The leopard can't change its spots.	স্বভাব যায়না মরলে, আর ইজ্জৎ যায়না ধুলে।
Fools rush in where angels fear to tread.	হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল।
The window panes steamed up.	জানালার কাচ ঝাপসা হয়ে গেল।
The anti-socials are still at large.	সমাজবিরোধীরা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাহিরে।
On that question, I must part company with you.	ঐ প্রশ্নে আমি অবশ্যই তোমার সাথে ভিন্নমত পোষণ করব।
Culture is constantly evolving.	সংস্কৃতি সর্বদা বিবর্তিত হচ্ছে।
A beggar must not be a chooser.	ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।
Breaking a butterfly on the wheel.	মশা মারতে কামান দাগা।
It has been raining since morning.	সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।
The baby is always smiling.	শিশুটির মুখে হাসি লেগেই আছে।
Run with the here and hunt with the hounds.	চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে।
Self-Preservation is the first law of nature.	চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।
He is out for your blood.	সে তোমাকে আক্রমণ করতে কৃতসংকল্প।
Desperate disease requires desperate remedies.	যেমন কুকুর তেমন মুগুর।
I can't help doing it.	আমি এটা না করে পারি না।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **অনুবাদের পারদর্শিতা কিসের উপর নির্ভরশীল?**
ক. পড়াশোনার উপর খ. ভাষান্তরের উপর
গ. নির্ধারণের উপর ঘ. অভ্যাসের উপর **ঘ**

২. **অনুবাদ কত প্রকার?**
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার **ক**

৩. **The anti-socials are still at large এর বঙ্গানুবাদ নিচের কোনটি সঠিক?**
ক. সমাজবিরোধীরা এখন বেশ দুরে
খ. সমাজ বিরোধী দল এখন বেশ বড়
গ. সমাজবিরোধীরা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাহিরে
ঘ. কোনোটিই নয় **গ**

৪. **A bad workman quarrels with his tools বাক্যটির সঠিক অনুবাদ কোনটি?**
ক. যত গর্জে তত বর্ষে না
খ. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা
গ. আপনি ভাল তো জগৎ ভাল
ঘ. যেমন কর্ম তেমন ফল **খ**

৫. **'Put out the lamp' এর সঠিক বঙ্গানুবাদ কোনটি?**
ক. প্রদীপটি জ্বালাও
খ. প্রদীপটি রাখ
গ. প্রদীপটি বাইরে রাখ
ঘ. প্রদীপটি নিভাও **ঘ**

এক কথায় উত্তর

১। **বাক্যের মৌলিক উপাদান কী?**
উত্তর: শব্দ।

২। **ভাষার বিচারে বাক্যের কয়টি গুণ থাকতে হয়?**
উত্তর: ৩টি (আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা)

৩। **ভাষার মূল উপকরণ–**
উত্তর: বাক্য।

৪। **বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্যপদ শোনার যে ইচ্ছা, তাকে বলা হয়–**
উত্তর: আকাঙ্ক্ষা।

৫। **'বর্ষার রোদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে' – কোন গুণটি নেই?**
উত্তর: এ ক্ষেত্রে বাক্যের যোগ্যতা নেই।

৬। **বাক্যস্থিত পদগুলোর অর্থগত ও ভাবগত মিল বন্ধনের নাম কী?**
উত্তর: যোগ্যতা।

৭। **বাক্যের যোগ্যতার সাথে কয়টি বিষয় জড়িত?** **উত্তর:** ৬টি।

৮। **'বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে'। এই বাক্যে 'ছোট' শব্দটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?** **উত্তর:** নম্র।

৯। **বাক্যে সঠিক উপমা ও অলংকার ব্যবহার না করলে কী হয়?**
উত্তর: উপমার ভুল প্রয়োগ দোষের সৃষ্টি হয়।

১০। **'আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হল' বাক্যটিতে কী ভুল রয়েছে?**
উত্তর: উপমার ভুল প্রয়োগ।

১১। **'কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাইলেন না' – বাক্যটি কিরূপ?** **উত্তর:** যৌগিক।

১২। দেশের সকল আলেমগণ এ ব্যাপারে আমাকে সমর্থন করে– বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট?
উত্তর: বাহুল্য দোষে দুষ্ট।

১৩। তৎসম শব্দের সাথে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ করলে কী হয়?
উত্তর: গুরুচ-ালী দোষের সৃষ্টি হয়।

১৪। 'যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চেনে।' – কোন ধরনের বাক্য? **উত্তর:** জটিল।

১৫। সে কত না দিনের কথা– 'না' কোন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে?
উত্তর: পদ পূরণে।

১৬। 'মানুষের মন অত্যন্ত জটিল, সুতরাং তার অনুভূতিও বিচিত্র।' বাক্যটি–
উত্তর: জটিল।

১৭। একটি মাত্র পদবিশিষ্ট কর্তৃপদকে কী বলে?
উত্তর: সরল উদ্দেশ্য বলে।

১৮। প্রতিটি বাক্যের কয়টি অংশ? **উত্তর:** ২টি। উদ্দেশ্য, বিধেয়।

১৯। 'প্রিংয়বদা যথার্থ কহিয়াছে।' বাক্যটির নেতিবাচক রূপ–
উত্তর: প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।

২০। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদ-বিন্যাসকে বলা হয়–
উত্তর: আসত্তি।

২১। অরণ্যে রোদন (অর্থ: নিস্ফল আবেদন)-এর পরিবর্তে যদি বলা হয় 'বনে ক্রন্দন' তাহলে বাগধারাটি–
উত্তর: যোগ্যতা হারাবে।

২২। বাক্যে 'শবদাহ' শব্দের স্থলে যদি 'শবপোড়া' ব্যবহার করা হয় তাহলে বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট হবে? **উত্তর:** গুরুচ-ালী।

২৩। সঠিক উপমা ব্যবহার না করলে বাক্য হারায়– **উত্তর:** যোগ্যতা।

২৪। গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার?
উত্তর: ৩ প্রকার (সরল, মিশ্র বা জটিল এবং যৌগিক)।

২৫। যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য থাকে তাকে বলা হয়– **উত্তর:** মিশ্র বা জটিল বাক্য।

২৬। 'যতই করিবে দান, ততই যাবে বেড়ে' – কোন ধরনের বাক্য?
উত্তর: জটিল বা মিশ্র বাক্য।

২৭। 'তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি' – বাক্যটিতে সরল বাক্যে পরিবর্তন করলে হবে– **উত্তর:** তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।

২৮। যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো সংযুক্ত বা সমন্বিত হয়–
উত্তর: এবং, ও, কিন্তু, অথবা, কিংবা, অথচ, বরং, তথাপি প্রভৃতি অব্যয়যোগে।

২৯। আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়– বড় শব্দটির প্রকৃত অর্থ–
উত্তর: শ্রেষ্ঠ।

৩০। 'তার বুদ্ধি হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি পাকেনি' এটি কোন বাক্য?
উত্তর: যৌগিক বাক্য।

৩১। 'কেউ কিছু বলছে না' – বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ–
উত্তর: সবাই চুপচাপ।

৩২। 'ঠেলা গাড়িতে ইংরেজ নারী ও ঘোড়ার পিঠে ইংরেজ পুরুষরা বায়ু-সেবনে বের হয়েছেন।' কোন ধরনের বাক্য?
উত্তর: যৌগিক।

৩৩। একই বাক্যে একাধিক বচন থাকলে কী হয়?
উত্তর: বাহুল্য দোষ হয়।

৩৪। 'তারা যাবে না কোথাও' বাক্যটির ইতিবাচক রূপ–
উত্তর: তারা এখানেই থাকবে।

৩৫। গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট নয় এমন শব্দ–
উত্তর: গরুরগাড়ি, মড়াপোড়া, শবদাহ।

৩৬। 'ভিক্ষুককে দান কর' – বাক্যটিকে জটিল বাক্যে পরিবর্তন করলে হবে–
উত্তর: যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।

৩৭। বিদ্বান লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র– এটি কোন ধরনের বাক্য?
উত্তর: সরল বাক্য।

৩৮। অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহারে কিসের সৃষ্টি হয়?
উত্তর: দুর্বোধ্য দোষের সৃষ্টি হয়।

৩৯। 'মাংসভোজী পশু অত্যন্ত বলবান' এটি কোন ধরনের বাক্য?
উত্তর: সরল বাক্য।

Teacher's Work

০১. 'তাতে সমাজজীবন চলে না।'– এ বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ কোনটি? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. তাতে সমাজজীবন চলে।
খ. তাতে না সমাজজীবন চলে।
গ. তাতে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে।
ঘ. তাতে সমাজজীবন সচল হয়ে পড়ে।

০২. 'যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।'– এটি কোন ধরনের বাক্য? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. সরল বাক্য খ. জটিল বাক্য
গ. যৌগিক বাক্য ঘ. খ- বাক্য

০৩. 'ডিঙি টেনে বের করতে হবে।'– কোন ধরনের বাক্যের উদাহরণ? *[৪১তম বিসিএস]*
ক. কর্মবাচ্য খ. ভাববাচ্য
গ. যৌগিক ঘ. কর্মকর্তৃবাচ্য

০৪. 'এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো'— এ বাক্য কোন ধরনের? *[৪১তম বিসিএস]*
ক. অনুজ্ঞাবাচক খ. নির্দেশাত্মক
গ. বিস্ময়বোধক ঘ. প্রশ্নবোধক

০৫. কোন শব্দটি উপসর্গ দিয়ে গঠিত হয়েছে? *[৩৯তম বিসিএস]*
ক. আষাঢ় খ. আঘাটা গ. আয়না ঘ. আনন

০৬. কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত? *[৩৯তম বিসিএস]*
ক. উপভোগ খ. উপগ্রহ
গ. উপসাগর ঘ. উপনেতা

০৭. কোনটি বাক্যের বৈশিষ্ট্য নয় / কোনটি সার্থক বাক্যের গুণ নয়? *[৩৮তম / ৩৫তম বিসিএস]*
ক. যোগ্যতা খ. আকাঙ্ক্ষা
গ. আসক্তি ঘ. আসত্তি

০৮. 'কদাকার' শব্দটি কোন উপসর্গযোগে গঠিত? *[৩৭তম বিসিএস]*
ক. দেশি উপসর্গযোগে খ. বিদেশি উপসর্গযোগে
গ. সংস্কৃত উপসর্গযোগে ঘ. কোনটি নয়

০৯. 'মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে' বাক্যটিকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করলে হয়- *[৩৬তম বিসিএস]*
ক. মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ করে
খ. মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ না করে পারে না
গ. মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না
ঘ. মিথ্যাবাদীকে কেউ অপছন্দ করে না

১০. কোন শব্দ গঠনে বাংলা উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? *[৩৪তম বিসিএস]*
ক. পরাকাষ্ঠা খ. অভিব্যক্তি
গ. পরিশ্রান্ত ঘ. অনাবৃষ্টি

১১. 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সখিনা বিবির কপাল ভাঙল'। এটি কোন ধরনের বাক্যের উদাহরণ? *[৩৩তম বিসিএস]*
ক. সরল বাক্য খ. মিশ্র বা জটিল
গ. যৌগিক ঘ. বিভ্রমপূর্ণ বাক্য

১২. 'মা ছিল না বলে কেউ তার চুল বেঁধে দেয়নি'। এটি একটি– *[৩২তম বিসিএস]*
ক. জটিল বাক্য খ. যৌগিক বাক্য
গ. সরল বাক্য ঘ. মিশ্র বাক্য

১৩. 'তাঁর চুল পেকেছে কিন্তু বুদ্ধি পাকেনি'-এটি কোন ধরনের বাক্য? *[৩২তম বিসিএস]*
ক. সরল বাক্য খ. জটিল বাক্য
গ. যৌগিক বাক্য ঘ. মিশ্র বাক্য

১৪. 'অপ' কী ধরনের উপসর্গ? *[৩০তম বিসিএস]*
ক. সংস্কৃত খ. বাংলা
গ. বিদেশি ঘ. মিশ্র

১৫. বাক্যের তিনটি গুণ কী কী? *[২৯তম বিসিএস]*
ক. আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও বিধেয় খ. আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা
গ. যোগ্যতা, উদ্দেশ্য ও বিধেয় ঘ. কোনোটিই নয়

১৬. বাংলা ভাষায় কয়টি খাঁটি বাংলা উপসর্গ আছে? *[২৭তম বিসিএস]*
ক. উনিশ খ. কুড়ি গ. একুশ ঘ. বাইশ

১৭. 'যেই তার দর্শন পেলাম, সেই আমরা প্রস্থান করলাম' এটি কোন জাতীয় বাক্য? *[২৬তম বিসিএস]*
ক. সরলবাক্য খ. যৌগিক বাক্য
গ. মৌলিক বাক্য ঘ. মিশ্র বাক্য

১৮. উপসর্গ কোনটি? *[২৬তম বিসিএস]*
ক. অতি খ. থেকে গ. চেয়ে ঘ. দ্বারা

১৯. 'যেহেতু তুমি বেশী নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে'। কোন ধরনের বাক্য? *[২৫তম বিসিএস]*
ক. সরল খ. জটিল
গ. যৌগিক ঘ. অনুজ্ঞামূলক

২০. উপসর্গের কাজ কী? *[২৪তম বিসিএস, ১৭তম বিসিএস]*
ক. অব্যয় ও শব্দাংশ খ. উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে
গ. ভিন্ন অর্থ প্রকাশ ঘ. নতুন শব্দ গঠন

২১. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক কী / বাক্যের একক কোনটি? *[১৮তম বিসিএস]*
ক. উক্তি খ. বিভক্তি
গ. উপসর্গ ঘ. শব্দ

২২. 'লাপাত্তা' শব্দের 'লা' উপসর্গটি বাংলা ভাষায় এসেছে– *[১৭তম বিসিএস]*
ক. আরবি ভাষা থেকে খ. ফরাসি ভাষা থেকে
গ. হিন্দি ভাষা থেকে ঘ. উর্দু ভাষা থেকে

২৩. 'অচিন' শব্দের 'অ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত? *[১৬তম বিসিএস]*
ক. নেতিবাচক খ. বিয়োগান্তক
গ. নঞর্থক ঘ. অজানা

২৪. 'অবমূল্যায়ন' ও 'অবদান' শব্দ দুটিতে 'অব' উপসর্গটি সম্পর্কে কোন মন্তব্যটি ঠিক? *[১৬তম বিসিএস]*
ক. শব্দ দুটিতে উপসর্গটি মোটামোটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে
খ. শব্দ দুটিতে উপসর্গটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে
গ. দুটি শব্দে উপসর্গটির অর্থ দুই রকম
ঘ. দুটি শব্দে উপসর্গটির অর্থ আপাতবিচারে ভিন্ন হলেও আসলেই এক

২৫. 'অপমান' শব্দের 'অপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত– *[১৫তম বিসিএস]*
ক. বিপরীত খ. নিকৃষ্ট
গ. বিকৃত ঘ. অভাব

২৬. কোন শব্দে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? *[১২তম বিসিএস, ১০ম বিসিএস]*
ক. নিখুঁত খ. আনমনা
গ. অবহেলা ঘ. নিমরাজি

২৭. 'হযরত মোহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন আদর্শ মানব' বাক্যটি নিম্নোক্ত একটি শ্রেণির-
ক. মিশ্র খ. জটিল
গ. যৌগিক ঘ. সরল

২৮. যৌগিক বাক্যের অন্যতম গুণ কী?
ক. একটি জটিল ও একটি সরল বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন
খ. একটি সংযুক্ত ও একটি বিযুক্ত বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন
গ. দুটি সরল বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন
ঘ. দুটি মিশ্র বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন

২৯. ইংরেজি 'Prefix' শব্দকে বাংলায় কী বলে?
ক. অনুসর্গ খ. কারক
গ. সমাস **ঘ. উপসর্গ**

৩০. I can't help doing it. বাক্যটির সঠিক অনুবাদ কোনটি?
ক. আমি এটা না করে পারি না
খ. আমি এটা সাহায্য ছাড়া করতে পারি না
গ. আমি এটা করতে সাহায্য না করে পারি না
ঘ. আমি এটা করতে সাহায্য নিয়েও করতে পারি না

৩১. He is out for your blood বাক্যটির যথাযথ বাংলা অনুবাদ নিচের কোনটি?
ক. সে তোমার রক্ত খুঁজছে
খ. সে তোমার রক্তের জন্য বেরিয়েছে
গ. সে তোমাকে আক্রমণ করতে কৃতসংকল্প
ঘ. কোনটিই নয়

৩২. Brevity is the soul of wit' বাক্যটির যথাযথ অনুবাদ–
ক. অতি অল্প হইল খ. মানিকের খানিক ভালো
গ. প্রাণের কথা বুকে বাজে ঘ. কথা কম কাজ বেশি

৩৩. A golden key can open any door প্রবাদটির অর্থ–
ক. টাকায় বাঘের দুধ মেলে
খ. পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি
গ. বন্ধ দুয়ার খোলে স্বর্গলোকের চাবি
ঘ. টাকা দেবে গৌরি সেন

৩৪. He has gone to dogs বাক্যটির যথার্থ অনুবাদ হলো–
ক. তাকে পাগলা কুকুর ধরেছে
খ. তার মাথা খারাপ হয়েছে
গ. সে গোল্লায় গেছে
ঘ. সে এখন লাপাত্তা

৩৫. 'Barking dogs seldom bite'-এর বাংলা প্রবাদ কী?
ক. যত গর্জে তত বর্ষে না খ. মশা মারতে কামান দাগা
গ. পচা আদার ঝাল বেশি ঘ. উভয়ই

৩৬. I cannot spare an instant- বাক্যটির সঠিক বাংলা অনুবাদ কোনটি?
ক. আমার তিলমাত্র সময় নেই
খ. আমার একতিল সময় আছে
গ. আমি এক মূহুর্ত অপব্যয় করতে পারি না
ঘ. ওপরের কোনোটিই নয়

৩৭. 'Put out the lamp'-এর সঠিক বঙ্গানুবাদ কোনটি?
ক. প্রদীপটি জ্বালাও খ. প্রদীপটি রাখ
গ. প্রদীপটি বাইরে রাখ ঘ. প্রদীপটি নিভাও

৩৮. গুরুচণ্ডালী দোষমুক্ত কোনটি? *[১০তম বিসিএস]*
ক. শবপোড়া খ. মড়াদেহ
গ. শবদাহ ঘ. শবমড়া

৩৯. উপসর্গজাত শব্দ কোনটি? *[পিএসসি কর্তৃক ১২টি পদ: ০১]*
ক. অপিচ খ. অধীত
গ. অজিন ঘ. অগ্রজ

৪০. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশি উপসর্গ কতগুলো?
ক. ১৯টি খ. ২০টি
গ. ২১টি ঘ. অনির্ণেয়

উত্তরমালা

০১	গ	০২	খ	০৩	খ	০৪	খ	০৫	খ	০৬	ক	০৭	গ	০৮	ক	০৯	গ	১০	ঘ
১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	খ	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	খ	২০	ঘ
২১	ঘ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	ক
৩১	গ	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	গ	৩৫	ক	৩৬	ক	৩৭	ঘ	৩৮	গ	৩৯	ক	৪০	ঘ

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

০১. অনুবাদের পারদর্শিতা কিসের উপর নির্ভরশীল?
ক. পড়াশোনার উপর খ. ভাষান্তরের উপর
গ. নির্ধারণের উপর ঘ. অভ্যাসের উপর

০২. অনুবাদ কোন প্রকারের হবে তা কীসের উপর নির্ভর করে?
ক. বিষয়ের উপর খ. ভাবের উপর
গ. বিন্যাসের উপর ঘ. ভাষার উপর

০৩. অনুবাদের অর্থ কী?
ক. অনুসরণ খ. ভাবান্তর
গ. ভাষান্তরকরণ ঘ. সমার্থকরণ

০৪. কোন বিষয়টি অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা যাবে না?
ক. ক্রিয়ার কাল খ. ভাষার অলংকার
গ. বাক্যের দৈর্ঘ্য ঘ. পদক্রম

০৫. অনুবাদ কোনটির সহায়ক?
ক. ভাষার উন্নতি খ. জ্ঞান চর্চার
গ. ভাষার শৃঙ্খলার ঘ. কাব্য রচনার

০৬. অনুবাদ কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

০৭. He is out of luck এর অর্থ কী?
ক. সে ভাগ্য হারিয়েছে খ. সে ভাগ্যহারা
গ. তার পোড়া কপাল ঘ. সে ভাগ্যের বাইরে

০৮. The car turned turtle বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ–
ক. গাড়িটি উল্টে গেল খ. গাড়িটি পড়ে গেল
গ. গাড়িটি বাঁক ফিরল ঘ. গাড়িটি ভেঙ্গে গেল

০৯. This collar is too limp এর অর্থ–
ক. এই কলারটি বড্ড শক্ত খ. এই কলারটি বড্ড খসখসে
গ. এই কলারটি বড্ড নরম ঘ. এই কলারটি বড্ড দৃঢ়

১০. The window panes steamed up এর যথাযথ বাংলা–
ক. জানালার কপাট ভেঙ্গে গেল
খ. জানালার পাল্লায় আগুন ধরে গেল
গ. জানালার কাচ ঝাপসা হয়ে গেল
ঘ. জানালার কাচ উত্তপ্ত হল

১১. The anti-socials are still at large এর বঙ্গানুবাদ নিচের কোনটি সঠিক?
ক. সমাজবিরোধীরা এখন বেশ দূরে
খ. সমাজ বিরোধী দল এখন বেশ বড়
গ. সমাজ বিরোধীরা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাহিরে
ঘ. কোনোটিই নয়

১২. On that question, I must part company with you-এর বঙ্গানুবাদ নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ঐ প্রশ্নে আমি অবশ্যই তোমার সাথে ভিন্নমত পোষণ করব
খ. ঐ বিবেচনায় আমি অবশ্যই তোমার সাথে কোম্পানিটি ভাগ করে দেব
গ. ঐ কারণে আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গ ত্যাগ করব
ঘ. কোনোটিই নয়

১৩. A bad workman quarrels with his tools বাক্যটির সঠিক অনুবাদ কোনটি?
ক. যত গর্জে তত বর্ষে না খ. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা
গ. আপনি ভাল তো জগৎ ভাল ঘ. যেমন কর্ম তেমন ফল

১৪. Nothing succeeds like success এর বঙ্গানুবাদ হলো–
ক. চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে খ. চাঁদেরও কলঙ্ক আছে
গ. জলেই জল বাঁধে ঘ. জীবন থাকলেই আশ থাকবে

১৫. ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ কর: Have patience in danger-
ক. বিপদ একা আসে না
খ. বিপদে ধৈর্য ধারণ কর
গ. ধীরভাবে কাজ করলে বিপদ হয় না
ঘ. কোনটিই নয়

১৬. ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ কর:
As you sow, so you reap-
ক. যেমন কর্ম, তেমন ফল
খ. যেমন চাইবে, তেমন হবে
গ. সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের নয় ফোঁড়
ঘ. কোনোটিই নয়

১৭. ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ: He lives from hand to mouth-
ক. সে হাত দিয়ে খায় খ. সে হাত দিয়ে খাইয়ে দিল
গ. সে সব সময় আহার করে ঘ. কোনটিই নয়

১৮. ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ কর: To err is human-
ক. মানুষ মরণশীল খ. মানবজাতী হিংসাপ্রবণ
গ. মানুষ মাত্রই ভুল ঘ. কোনটিই নয়

১৯. ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ কর: Culture is constantly evolving-
ক. সংস্কৃতি সর্বদা বিবর্তিত হচ্ছে
খ. সংস্কৃতি সর্বদা বিকৃত হচ্ছে
গ. সংস্কৃতি সর্বদা বিসর্জিত হচ্ছো
ঘ. কোনটিই নয়

২০. A beggar must not be a chooser এ বাক্যের যথার্থ অনুবাদ?
ক. ভিক্ষার চাল মোটা
খ. ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আঁকাড়া
গ. ভিক্ষার চাল মোটা আর সরু
ঘ. ভিক্ষার চাল সরু

২১. She burst into tears বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ–
ক. সে অশ্রু বর্ষণ করল খ. সে কাঁদতে শুরু করল
গ. সে কান্নায় ভেঙে পড়ল ঘ. সে কাঁদল

২২. Waste not, want not এর অনুবাদ কোনটি?
ক. অপচয় করলে অভাবে পড়তে হয়
খ. অভাব থেকে বাঁচার জন্য অপচয় রোধ জরুরী
গ. অপচয় করোনা অভাবও হবে না
ঘ. অপচয় অভাবের মূল কারণ

২৩. The rose is a fragrant flower এর সঠিক অনুবাদ কোনটি?
ক. গোলাপ সুগন্ধি ফুল খ. গোলাপ কমনীয় ফুল
গ. গোলাপ মোহনীয় ফুল ঘ. গোলাপ ক্ষণস্থায়ী ফুল

২৪. Breaking a butterfly on the wheel ইংরেজি ভাষার এই প্রবাদের অনুরূপ বাংলা প্রবাদ–
ক. মশা মারতে কামান দাগা
খ. পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে
গ. বিনা মেঘে বজ্রপাত
ঘ. ঝোপ বুঝে কোপ

২৫. 'সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে' এর ইংরেজি অনুবাদ হলো–
ক. It has been raining for morning
খ. It has been raining since morning
গ. It had been raining for morning
ঘ. It had been raining since morning

২৬. He was taken to task এর বাংলা হলো–
ক. তাকে কাজ দেয়া হয়েছিল
খ. তাকে কাজের জন্য বলা হয়েছিল
গ. সে কাজ নিয়েছিল
ঘ. তাকে তিরস্কার করা হয়েছিল

২৭. The baby is always smiling এর বাংলা অনুবাদ হলো–
ক. শিশুটি সবসময় হাসে
খ. শিশুটির মুখ হাসিতে ভরা
গ. শিশুটির মুখে হাসি লেগেই আছে
ঘ. শিশুটি সবসময় হাসছে

২৮. 'চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে' এর সুন্দর ইংরেজি হবে–
ক. The Devil wouldn't listen to the scripture.
খ. Birds of a feather flock together.
গ. Run with the here and hunt with the hounds.
ঘ. None of these

২৯. Patience has its reward এ বাক্যের যথাথ অনুবাদ–
ক. সবুরে মেওয়া ফলে
খ. রোগী পুরস্কার পেয়েছে
গ. রোগীর জন্য পুরস্কার আছে
ঘ. ধৈর্যের মূল্যায়ন হয়েছে

৩০. Self-Preservation is the first law of nature ইংরেজি ভাষার এ প্রবচনটির প্রায় অনুরূপ বাংলা প্রবচন–
ক. আপন বুদ্ধিতে তর, পরের বুদ্ধিতে মর
খ. চাচা আপন প্রাণ বাঁচা
গ. আপন ভালো পাগলেও বোঝে
ঘ. আপন পাঁঠা লেজে কাটি

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	খ	০৩	গ	০৪	ক	০৫	খ	০৬	ক	০৭	গ	০৮	ক	০৯	গ	১০	গ
১১	গ	১২	ক	১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	ক	২০	খ
২১	গ	২২	গ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	খ

Self Study

১. 'তার বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি' এটা কোন ধরনের বাক্য?
ক. যৌগিক বাক্য খ. সাধারণ বাক্য
গ. মিশ্র বাক্য ঘ. সরল বাক্য

২. 'সে আসতে চায়, তথাপি আসে না' এটি কোন শ্রেণির বাক্য?
ক. সরল বাক্য খ. জটিল বাক্য
গ. যৌগিক বাক্য ঘ. নির্দেশাত্মক বাক্য

৩. 'তিনি সৎ, কিন্তু কৃপণ' কোন ধরনের বাক্য?
ক. সরল বাক্য খ. যৌগিক বাক্য
গ. মিশ্র বাক্য ঘ. বিস্ময়বোধক বাক্য

৪. 'লোকটি ধনী, কিন্তু কৃপণ' কোন ধরনের বাক্য?
ক. জটিল খ. যৌগিক
গ. সরল ঘ. মিশ্র

৫. 'সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি'। কোন শ্রেণির বাক্য?
ক. সরল খ. জটিল
গ. মিশ্র ঘ. যৌগিক

৬. 'সুখী মানুষ সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয় এবং রাত্রির আগমনে পুলকিত হয়ে থাকে'। কোন ধরনের বাক্য?
ক. সরল খ. মিশ্র
গ. জটিল ঘ. যৌগিক

৭. 'ভাল ফলের চেষ্টা কর'। এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক. ইচ্ছাবোধক খ. নির্দেশাত্মক
গ. বিস্ময়বোধক ঘ. অনুজ্ঞাবাচক

৮. 'বল বীর বল উন্নত মম শির'। বাক্যটি কী?
ক. ইচ্ছাসূচক খ. প্রশ্নসূচক
গ. আদেশসূচক ঘ. বিস্ময়বোধক

৯. 'পড়া শেষে খেলতে যাবো' এই বাক্যে কোন লক্ষণ প্রকাশিত?
ক. স্পৃহা খ. আসক্তি
গ. অভ্যাস ঘ. অভিপ্রায়

১০. 'ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চলো'। কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?
ক. অনুরোধ খ. উপদেশ
গ. আদেশ ঘ. বিধান

১১. একই বাক্য রচনায় সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণকে কী বলে?
ক. গুরুচ-ালী দোষ খ. বাহুল্য দোষ
গ. দ্বিত্বজনিত ভুল ঘ. বাচ্যজনিত দোষ

১২. 'শিক্ষিত লোকেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান'- এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক. সরল বাক্য খ. যৌগিক বাক্য
গ. জটিল বাক্য ঘ. খ-বাক্য

১৩. 'বিপদ এবং দুঃখ একই সঙ্গে আসে'- কোন ধরনের বাক্য?
ক. সরল খ. যৌগিক
গ. জটিল ঘ. মিশ্র

১৪. কোনটি প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন নয়?
ক. দাঁড়ি খ. প্রশ্নচিহ্ন
গ. কোলন ঘ. বিস্ময় চিহ্ন

১৫. 'উদ্ধৃতি চিহ্ন' কত প্রকার?
ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার
গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

১৬. বাংলা বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়, এমন বিরাম চিহ্নের সংখ্যা-
ক. ৮টি খ. ৫টি
গ. ৩টি ঘ. ২টি

১৭. বাক্যে কোন বিরাম চিহ্নের ব্যবহারে থামার প্রয়োজন নেই?
ক. কোলন খ. ড্যাস
গ. অর্ধচ্ছেদ ঘ. বন্ধনী

১৮. বিরাম চিহ্নের অপর নাম কী?
ক. ছেদ চিহ্ন খ. স্থির চিহ্ন
গ. বিশ্রাম চিহ্ন ঘ. বিভাজন চিহ্ন

১৯. প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন কোনটি?
ক. কোলন খ. সেমিকোলন
গ. ড্যাশ ঘ. প্রশ্নচিহ্ন

২০. সমজাতীয় একাধিক পদ পরপর থাকলে কোন বিরামচিহ্ন বসে?
ক. কোলন খ. সেমিকোলন
গ. কমা ঘ. বিন্দু

উত্তরমালা

০১	ক	০২	গ	০৩	খ	০৪	খ	০৫	ঘ	০৬	ঘ	০৭	ঘ	০৮	গ	০৯	ঘ	১০	খ
১১	ক	১২	ক	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ক	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	গ

Class Exam

১. 'তার বয়স বাড়লেও বুদ্ধি বাড়েনি'। এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক. সরল বাক্য খ. জটিল বাক্য
গ. যৌগিক বাক্য ঘ. ব্যাস বাক্য

২. 'তুমি আসবে বলে, আমি অপেক্ষা করছি'। কোন ধরনের বাক্য?
ক. সরল বাক্য খ. জটিল বাক্য
গ. যৌগিক বাক্য ঘ. যোগরূঢ়

৩. 'যদি বৃষ্টি হয়, তবে বের হব না।' বাক্যটি কোন ধরনের?
ক. সরল বাক্য খ. জটিল বাক্য
গ. যৌগিক বাক্য ঘ. নির্দেশাত্মক বাক্য

৪. 'যেই তার দর্শন পেলাম, সেই আমরা প্রস্থান করলাম' এটি কোন জাতীয় বাক্য?
ক. সরল বাক্য খ. যৌগিক বাক্য
গ. মৌলিক বাক্য ঘ. মিশ্র বাক্য

৫. 'লোকটি ধনী, কিন্তু কৃপণ' কোন ধরনের বাক্য?
ক. জটিল খ. যৌগিক
গ. সরল ঘ. মিশ্র

৬. বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
ক. কোলন খ. দাঁড়ি
গ. হাইফেন ঘ. সেমিকোলন

৭. শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বিরামচিহ্ন বসে?
ক. সেমিকোলন খ. বিন্দু
গ. কমা ঘ. কোলন

৮. বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন বিরাম চিহ্ন বসে?
ক. কোলন খ. উদ্ধরণ চিহ্ন
গ. হাইফেন ঘ. সেমিকোলন

৯. বিরাম চিহ্নের অপর নাম কী?
ক. ছেদ চিহ্ন খ. স্থির চিহ্ন
গ. বিশ্রাম চিহ্ন ঘ. বিভাজন চিহ্ন

১০. বাংলা উপসর্গ কতটি?
ক. ২১টি খ. ২০টি
গ. ১৮টি ঘ. ১০টি

১১. বাংলা বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়, এমন বিরাম চিহ্নের সংখ্যা-
ক. ৮টি খ. ৫টি
গ. ৩টি ঘ. ২টি

উত্তরমালা

১	ক
২	খ
৩	খ
৪	ঘ
৫	খ
৬	খ
৭	খ
৮	খ
৯	ক
১০	ক
১১	গ